বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হাটহাজারী সমিতি সংযুক্ত আরব আমিরাত

(একটি অরাজনৈতিক সেবা ও উন্নয়ন মূলক সংগঠন)

স্থাপিতঃ ২০১৮ইং

“হাটহাজারী সমিতি সংযুক্ত আরব আমিরাত” এর গঠনতন্ত্র

ধারাঃ ০১- প্রতিষ্ঠা ঃ

হাটহাজারী সমিতি সংযুক্ত আরব আমিরাত একটি অরাজনৈতিক সেবা ও উন্নয়নমূলক সংগঠন। ২০১৮ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থানরত হাটহাজারী উপজেলার দলমত নির্বিশেষে প্রবাসীদের নিয়ে অনগ্রসর, বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানবতার কল্যাণে **‘হাটহাজারী সমিতি সংযুক্ত আরব আমিরাত’** আত্মপ্রকাশ করে।

ধারাঃ ০২- সংগঠনের নামকরণ ঃ

হাটহাজারী সমিতি সংযুক্ত আরব আমিরাত

Hathazari Samity United Arab Emirates

সমিতির স্লোগান হবে-

বদলে যাব বদলে দেব হোক আমাদের বিশ্বাস, সুখে দুঃখে থাকবো মোরা হোক আমাদের অঙ্গিকার।

ধারাঃ ০৩- হাটহাজারী সমিতির মনোগ্রাম ঃ

ধারাঃ ০৪– লক্ষ্যঃ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ- সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ব ও অসাম্প্রদায়িক ভাবধারায় পারস্পারিক মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন খাতে অর্জিত অর্থ সঞ্চয় করে সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ। বাস্তব পর্যালোচনার ভিত্তিতে জীবনমান উন্নয়ন, আর্থিক এবং মানবতার কল্যাণে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে হাটহাজারী সমিতির সকল সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাটহাজারীর সুবিধা বঞ্চিত অসহায় মানুষের কল্যাণে সর্বাত্মক সেবা ও উন্নয়নমূলক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ।

ধারাঃ ০৫- সংস্থার ধরণ ঃ

(১) হাটহাজারী সমিতি হবে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন, সামাজিক, সেচ্ছাসেবী, সাংস্কৃতিক, অসাম্প্রদায়িক ও অরাজনৈতিক সংগঠন।

(২) এই সংগঠন অন্য কোনো সংগঠনের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে কাজ করবে না। পর্যায়ক্রমে হাটহাজারী সমিতি সংযুক্ত আরব আমিরাত কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে প্রবাসে ও দেশের বিভিন্ন স্থানে অংঙ্গ সংগঠন ও শাখা কমিটি গঠন করে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও তার সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(৩) হাটহাজারী সমিতি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন। এই সংগঠনের কোন সদস্য যদি সংগঠনের যে কোন কর্মকাণ্ডকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করেন বা করার চেষ্টা করেন, তবে তার ব্যাপারে কার্যনির্বাহী পরিষদ যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

ধারাঃ ৬- সংগঠনের কার্যালয় ঃ

হাটহাজারী সমিতির কার্যালয় বর্তমানে অস্থায়ী অবস্থানে রয়েছে। ভবিষ্যতে আরব আমিরাত ও হাটহাজারী উপজেলায় যথোপযুক্ত স্থানে স্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত করা হবে। সমিতির আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধিসাপেক্ষে আরব আমিরাতের বিভিন্ন প্রদেশে আটটি জোনে আঞ্চলিক পরিষদ এবং হাটহাজারী উপজেলা আওতাধীন প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি ওয়ার্ড শাখা কমিটি গঠন করে বিভিন্ন সেবা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করা হবে।

ধারাঃ ০৭- (ক) সদস্য পদের শর্তাবলী ঃ

(১) হাটহাজারী সমিতির সদস্য পদ অর্জনের জন্য হাটহাজারী প্রবাসীর নূন্যতম বয়স হতে হবে ১৮ বছর।

(২) হাটহাজারী সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরমের মাধ্যমে সভাপতি /সাধারণ সম্পাদক বরাবর আবেদন করতে হবে।

(৩) আবেদনকারীকে ভদ্র, রুচিশীল, উদ্যমী, সদাচারী ও মননশীল হতে হবে।

(৪) নতুন সদস্য পদের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাসিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(৫) যারা সেবামূলক মনোবৃত্তি রাখে তথা দেশের ও এলাকায় সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হতে ইচ্ছুক এবং নৈতিকতা বিরোধী কোনো কার্যক্রমে জড়িত নয়।

(৬) যারা নিজেদের মেধার সর্বোচ্চ বিকাশের মাধ্যমে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে আগ্রহী ।

(৮) সদস্য পদ লাভের জন্য অবশ্যই হাটহাজারীর স্থায়ী বাসিন্দা এবং আমিরাতে প্রবাসী হতে হবে। ঘোষণার স্বপক্ষে জন্ম নিবন্ধন/ এন আই ডি/পাসপোর্টের অনুলিপি আবেদন ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(৯) একই সাথে হাটহাজারী সমিতির সাংঘর্ষিক কোনো সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকতে পারবে না।

ধারাঃ ০৭- (খ) ঃ

কোনো সদস্য সংগঠনের সংবিধান পরিপন্থি কোনো কার্যকলাপে লিপ্ত হলে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্যের কার্যক্রম পরবর্তী কার্যকরী কমিটির সভা পর্যন্ত স্থগিত করতে পারবেন।

ধারাঃ ০৮- সদস্য পদ বাতিলের ও স্থগিতের নিয়মাবলী ঃ

(১) সমিতির কোনো সদস্য যদি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে যা সমিতির স্বাভাবিক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

(২) সমিতির কোনো সদস্য সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে।

(৩) সমিতির গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোনো কাজ করেন বা তার সার্বিক আচরণ সংগঠনের পরিপন্থী হয়।

(৪) সমিতির স্বার্থসংশ্লিষ্ঠ কোনো প্রাসঙ্গিক কারণে কেনো সদস্যকে বহিষ্কার করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা সংগঠনের নির্বাহী পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যবৃন্দ সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

(৫) সমিতির কোনো সদস্য সংগঠনের সংবিধান পরিপন্থী কোনো কাজে জড়িত হলে কার্যকরী পরিষদের সভায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তার সদস্যপদ বাতিল করা যাবে।

(৬) সমিতির যে কোনো সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে, তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বরাবরে পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন। কার্যকরী কমিটির সভায় উহা গৃহিত হইলে উক্ত সদস্যের সদস্য পদ বাতিল বলে গন্য হবে অথবা পুনঃবিবেচনার জন্য অনুরোধ জানানো যাবে।

ধারাঃ ০৯- সংস্থার তহবিল সংক্রান্ত বিষয়াবলী ঃ

(১) সমিতির সদস্যদের প্রাথমিক সদস্য ফি এবং চাঁদা তহবিলের প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য হবে। একই সাথে যে কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর নিঃস্বার্থ এককালীন দান-অনুদান বা সাহায্য তহবিলের উৎস হিসাবে বিবেচিত হবে।

(২) সমিতির যথাযথ রসিদ ছাড়া এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্বান্ত ব্যতিত অত্র সংগঠনের নামে কোন চাঁদা, অনুদান বা সাহায্য গ্রহণ করা যাবে না।

(৩) সমিতির সদস্যদের কল্যাণে, প্রবাসী উপদেষ্টা পরিষদের অনুদান, বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, দাতা সদস্যদের ও সংগঠনের অনুদানই হবে এই সংগঠনের আয়ের অন্যতম উৎস।

(৫) সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্তক্রমে সদস্যদের বিশেষ চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করলে সমিতির প্রত্যেক সদস্য উক্ত চাঁদা দিতে বাধ্য থাকবে।

ধারাঃ ১০– দাতা সদস্যঃ

(১) সমিতির দাতা সদস্যপদ লাভের জন্য সমিতির তহবিলে এককালীন/মাসিক/বাৎসরিক সম্মানজনক আর্থিক অনুদান দিতে হবে।

(২) যে কোনো দেশী-বিদেশী নাগরিক সততা ও আন্তরিকতার সাথে সমিতির মহতী কর্মকাণ্ডের সাথে ঐক্যমত প্রদর্শন করে আর্থিক অনুদান দিতে চাইলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে তা বিবেচনা করা হবে।

(৩) দাতা সদস্য সংখ্যা সর্বসাধারনের জন্য উম্মুক্ত থাকবে।

ধারা: ১১- আজীবন সদস্য ঃ

(১) সংগঠনের সার্বিক কল্যান ও ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রতিষ্ঠানের তহবিলে এককালীন ৫০০০/=(পাঁচ হাজার) দিরহাম সম্মানি সূচক অনুদান প্রদান করবেন।

(২) হাটহা্জারীর কোনো বিশেষ ব্যক্তি যদি দেশের কিংবা নিজের জন্য বিশেষ কোনো সম্মাননা বয়ে আনেন যা দেশ ও জাতির জন্য গর্বের বিষয় এমন ব্যক্তি হাটহাজারীর স্থায়ী বাসিন্দা হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে তাঁকে সমিতির আজীবন সদস্য সম্মাননাপদ দেওয়া যেতে পারে।

(৩) আজীবন সদস্যপদ কার্যনিবাহী পরিষদের সভায় আলোচনা স্বাপেক্ষে গৃহিত হতে হবে। আজীবন সদস্য সংখ্যা সবার জন্য উম্মুক্ত থাকবে।

ধারা: ১২- সাংগঠনিক কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

(ক) সাধারণ পরিষদ
(খ) উপদেষ্টা পরিষদ
(গ) কার্যনিবাহী পরিষদ
(ঘ) আঞ্চলিক পরিষদ

ক. সাধারণ পরিষদঃ-

সমিতির সকল সদস্যদের নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে ও নিম্মোক্ত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে কার্যকর হবে-

(১) সমিতির গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত ধারা মোতাবেক নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে সাধারণ পরিষদের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(২) নির্বাহী কমিটির আদেশে সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ আলোচনা সভায় অংশগ্রহন করবেন।

(৩) সমিতির বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশের সভায় নির্বাহী কমিটির আদেশে প্রত্যেক সদস্য অংশগ্রহন করবেন।

(৪) কোনো সদস্য সমিতির স্বার্থবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে অনুসন্ধান/তদন্ত সাপেক্ষে উক্ত সদস্যকে সমিতি থেকে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাময়িক/আজীবন নিষিদ্ধ করা হবে।

(৫) প্রতি বৎসর জুন মাসের মধ্যে সমিতির সাধারণ সদস্য সভা আহ্বান ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করা।

(৬) সাধারণ সম্পাদককে বাৎসরিক হিসাব বিবরণী সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত বাজেট সভার কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে সাধারণ সদস্যদের নিয়ে আলোচনার জন্য সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।

(৭) সাধারণ সভায় প্রত্যেক সদস্য উপস্থিত থাকা আবশ্যকীয়। যদি কোনো সদস্য সঙ্গত কারণ ব্যতীত পরপর তিনটি সাধারণ সভায় উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে। সভায় অনুপস্থিতির বিষয়টি লিখিত ভাবে যথাযথ কারণ সহ সাধারণ পরিষদকে সভার পূর্বে জানিয়ে দিতে হবে।

(৮) যদি কোনো সাধারণ সদস্য বা কার্যকারী কমিটির সদস্য সমিতির কর্তৃপক্ষের সাথে সমিতি সংক্রান্ত কোনো প্রকার অসৌজন্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করেন, তাহলে কার্যকরী পরিষদ আলোচনা সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে।

খ. উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ

(১) হাটহাজারীর সম্মানিত ব্যক্তির মধ্য থেকে সাধারণ সদস্য, আজীবন সদস্য, দাতা সদস্যদের সমন্বয়ে উপদেষ্টা নির্বাচিত করা হবে। উপদেষ্টা মণ্ডলীগণ যে কোনো সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে। উপদেষ্টামণ্ডলী কার্যকরী পরিষদকে পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করবেন

(২) কার্যনিবার্হী পরিষদের সভায় সিদ্বান্তক্রমে প্রতি দুই (২) বৎসর অন্তর নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ দিতে পারবেন।

(৩) উপদেষ্টা পরিষদ কার্যনিবাহী পরিষদকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন। নির্বাহী পরিষদের কার্যক্রমের উপর সরাসরি কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

(৪) বিতর্কের উর্ধ্বে থাকা অধিকতর স্বচ্ছ, মর্যাদাশীল, নিরপেক্ষ ও দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেষ্টামণ্ডলীর সম্মানিত সদস্য হিসাবে থাকবেন।

(৫) কার্যনিবাহী পরিষদের সদস্যগণ কোনো বিষয়ে একমত না হলে, তা পর্যায়ক্রমে সভা আহ্বান করে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। সমাধানে উপনীত হতে ব্যর্থ হলে, তবে নির্বাহী পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত হয়ে সমাধানে উপনীত হতে সহযোগিতা করবেন।

(৬) সমিতির সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়নে উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যগণ যথাযথ পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে সহযোগীতা করবেন।

(৭) সমিতির সার্বিক উন্নয়ন ও সেবা মূলক কর্মকাণ্ডে যে কোনো ধরনের আর্থিক সহযোগিতা করে যাবেন।

(৮) সমিতির সার্বিক কর্মকাণ্ডে দেশে ও প্রবাসে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে আর্থিক সহযোগিতামূলক যাকাত ফান্ড ও অন্যান্য তহবিল গঠনে আন্তরিকভাবে কাজ করবেন।

(৯) উপদেষ্টা মন্ডলী, সমিতির সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপন, বার্ষিক বনভোজন ও অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে আমন্ত্রিত হবেন। এছাড়া সমিতির কোনো জরুরি/গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য নির্বাহী কর্তৃক আমন্ত্রিত হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত-পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করবেন।

(১০) উপদেষ্টামণ্ডলীর সম্মানিত সদস্যকে অবশ্যই সমিতির সদস্য ফরম পূরন করে সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণ করতে হবে।

গ. কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

➢ **দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ঃ**

(১) হাটহাজারী সমিতির উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক কাজ করবেন। এই পরিষদ সংগঠনের যাবতীয় আয়-ব্যয়, বাজেট পরিকল্পনার বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন ও পেশ করবেন। ন্যূনতম ২ মাসের ব্যবধানে একবার এই পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(২) কার্যনিবার্হী পরিষদ ২ বৎসর মেয়াদের জন্য গঠিত হবে। তবে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

(৩) সাধারণ সভা ও বার্ষিক সভা আহ্বান করা।

(৪) বিশেষ প্রয়োজনে পরিষদ সভাপতি ৭ (সাত) দিনের নোটিশে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জরুরী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

(৫) সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে বাস্তবায়িত হবে।

(৬) নির্বাহী পরিষদ এ সংগঠনের যাবতীয় কার্যাবলীর চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী ও নীতিনির্ধারক বলে বিবেচিত হবে।

(৭) নির্বাহী পরিষদ সংগঠনের সাথে সঙ্গতি রেখে গঠনতন্ত্রে বর্ণিত নেই এমন যে কোনো বিষয়ে পরিষদের সভায় ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে সিদ্বান্তগ্রহণ করতে পারবেন।

(৮) নির্বাহী পরিষদ সংগঠনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদন করবে।

(৯) সংগঠনের উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

(১০) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য সকল সদস্যকে নির্দেশ প্রদান করবে।

(১১) কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়ন কমিটি এবং বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন ও অনুমোদন দিতে পারবে। সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজনে নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(১২) নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য দেশে-বিদেশে রাজনৈতিক কোনো অনুষ্ঠানে সমিতির পদবী ব্যবহার করতে পারবেনা। কেউ স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে তা করলে সভা ডেকে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৩) হাটহাজারী সমিতির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত কোনো অনুষ্ঠানে হাটহাজারী সমিতির নেতৃবৃন্দ কোনো দলের রাজনৈতিক পদ বা পদবী ব্যবহার করতে পারবেনা। রাজনৈতিক কোনো বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। পক্ষান্তরে সামাজিক ও অরাজনৈতিক অনুষ্ঠানে হাটহাজারী সমিতির পদ-পদবী ব্যবহার করা যেতে পারে। হাটহাজারী সমিতির অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কোনো অতিথি রাজনৈতিক পদ-পদবী ব্যবহার করতে পারবেনা।

(১৪) কার্যকরী কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে, সংগঠন গতিশীল রাখার জন্য মাসিক নির্ধারিত দিরহাম চাঁদা প্রদান করতে হবে। উক্ত চাঁদা কার্যকরী কমিটি গতিশীল রাখার স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে।

কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন কাঠামো ঃ

১. সভাপতি	ঃ ১ জন
২. সিনিয়র সহ-সভাপতি	ঃ ১ জন
৩. সহ-সভাপতি	ঃ ২১ জন
৪. সাধারণ সম্পাদক	ঃ ১ জন
৫. সহ-সাধারণ সম্পাদক	ঃ ১৭ জন
৬. সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ ১ জন

৭. সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ ৯ জন
৮. প্রচার সম্পাদক	ঃ ১ জন
৯. সহ প্রচার সম্পাদক	ঃ ৩ জন
১০. অর্থ সম্পাদক	ঃ ১ জন
১১. সহ-অর্থ সম্পাদক	ঃ ২ জন
১২. প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ১ জন
১৩. সহ-প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ৩ জন
১৪. দপ্তর সম্পাদক	ঃ ১ জন
১৫. সহ-দপ্তর সম্পাদক	ঃ ৩ জন
১৬. সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ১ জন
১৭. সহ-সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ৩ জন
১৮. শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ১ জন
১৯. সহ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ৩ জন
২০. ক্রীড়া সম্পাদক	ঃ ১ জন
২১. সহ-ক্রীড়া সম্পাদক	ঃ ৩ জন
২২. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ১ জন
২৩. সহ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ৩ জন
২৪. সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ ১ জন
২৫. সহ-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ ৩ জন
২৬. আইন বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ১ জন
২৭. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ১ জন
২৮. পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ১ জন
২৯. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ১ জন
৩০. পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ১ জন
৩১. তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ১ জন
৩২. শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পাদক	ঃ ১ জন
৩৩. সিনিয়র সদস্য	ঃ ৫ জন
৩৪. নির্বাহী সদস্য	ঃ ২১ জন

কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা/দায়িত্ব ঃ

সভাপতি

১. সংগঠনের প্রধান হিসাবে বিবেচিত হবেন।
২. সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
৩. সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন।
৪. সভাপতির স্বাক্ষর ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হবে না।
৪. সংগঠনের স্বার্থে ও কল্যাণে যে কোনো প্রকার দায়িত্ব পালন করবেন।
৫. কোন সভা-সমিতির নির্বাচনে যে কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভোটের অনুপাত সম-সংখ্যক হলে সভাপতি একটি কাষ্টিং ভোট প্রদান করবেন।
৬. বিশেষ প্রয়োজনে জরুরী সভা আহ্বান করবেন।
৭. নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সংগঠনের করণীয় ও কার্যাবলী নির্ধারণ করবেন।
৮. সভাপতির স্বাক্ষরে সকল প্রকার পত্র যোগাযোগ করা হবে।

সিনিয়র সহ-সভাপতি

১. বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে সভাপতিকে সহযোগিতা করা।
২. সংগঠনের আভ্যন্তরিন বিষয়ে সভাপতির সাথে আলোচনা, পরামর্শ করা।
৩. সভাপতির অনুপস্থিতে তাঁর পক্ষে দায়িত্ব পালন করা।

সহ-সভাপতি

১. সভাপতি ও সিনিয়র সহ-সভাপতিকে সহযোগিতা করা।
২. সভাপতি এবং সিনিয়র সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাঁদের পক্ষে দায়িত্ব পালন করা।

সাধারণ সম্পাদক

১. অফিস নির্বাহী হিসাবে নির্বাহী পরিষদের সকল সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।
২. সকল প্রকার যোগাযোগ, চিঠি লেখা ও চিঠিপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে তিনি স্বাক্ষর প্রদান করবেন।
৩. সংগঠনের কার্যক্রম, কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করবেন এবং নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহন করবেন।
৪. সংগঠনের সকল প্রকার চিঠিপত্র, তথ্য ও দলিল রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।
৫. প্রশাসন, প্রকল্প তৈরী, বাজেট তৈরীর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সভাপতির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন।

৬. সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্বার্থে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মচারী নিয়োগ, চুক্তি সম্পাদন ও হ্রাস করার চুড়ান্ত কার্যক্রম কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে বাস্তবায়িত করবেন।

৭. সংগঠনের সকল নির্বাহী ও সাধারণ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ, আলাপ-আলোচনা এবং পরামর্শের ভিত্তিতে সংগঠনের বার্ষিক রিপোর্ট ও বাজেট পেশ করবেন।

৮. সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সভা আহ্বানের সময় ও স্থান নির্ধারণপূর্বক এজেন্ডা সম্বলিত প্রাক-নোটিশ বিতরণের জন্য প্রচার সম্পাদককে দায়িত্ব দেবেন।

৯. অর্থ সম্পাদক কর্তৃক মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করতঃ সংশ্লিষ্ট সভায় অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করবেন।

১০. জরুরি প্রয়োজনে কমিটির পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে তিনি এককালীন সর্বোচ্চ ২,০০০/= (দুই হাজার) দিরহাম পর্যন্ত ব্যয় নির্বাহ করতে পারবেন। তবে উহা পরবর্তী কমিটির সভায় স্বচ্ছতার সাথে ব্যাখ্যা প্রদান করে অনুমোদনের নিমিত্তে উপস্থাপন করবেন। উল্লেখ্য যে, তা সভাপতি ও অর্থ সম্পাদককে পূর্বে অবহিত করতে হবে।

সহ- সাধারণ সম্পাদক

১. সাধারণ সম্পাদকের সকল কাজে সহায়তা প্রদান করবেন।

২. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার পক্ষে সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক

১. সংগঠনের কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

২. সংগঠনের কার্যক্রমে স্থবিরতা প্রকাশ পেলে, তা দূরীকরণে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাপূর্বক করণীয় নির্ধারণ করবেন।

৩. সংগঠনের কোনো সদস্যের পর্যায়ক্রমিক অনুপস্থিতি বা সংগঠনের স্বার্থবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হলে তা সংগঠনের স্বার্থে সবাইকে অবহিত করবেন।

৪. সাংগঠনিক কার্যক্রমে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার উদ্ভব হলে, তা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করবেন।

৫. সংগঠনের শৃঙ্খলা ও প্রসার ঘটানোর জন্য একজন নিবেদিত প্রাণ সংগঠক হিসাবে কাজ করাই তার প্রধান দায়িত্ব।

৬. আমিরাতের প্রতিটি ষ্টেট বা প্রদেশে কতজন সদস্য আছে তার বিশদ বিবরণ প্রস্তত করে, তা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শক্রমে আঞ্চলিক কমিটি গঠন সহ সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৭. নতুন সদস্য ফরম ইস্যু করবেন।

৮. সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে মতানৈক্য হলে প্রয়োজনে তিনি সভা আহ্বান করতে পারবেন।

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

১. সাংগঠনিক সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করাই সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকের কাজ।

২. সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি সাংগঠনিক সম্পাদকের পক্ষে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রচার সম্পাদক

১. সংগঠনের বিকাশ ও বিস্তৃতি সাধনের জন্য সংগঠন হতে ঘোষিত প্রচারপত্র, পোস্টার, লিফলেট ও বক্তব্য সদস্যদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করবেন।

২. সংগঠন থেকে প্রকাশিত সকল প্রকার ডিজাইন, তথ্য সংগ্রহ, প্রুফ দেখা সম্পন্ন করবেন।

৩. সংগঠনের বাহ্যিক প্রচার-প্রসারে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে নির্বাহী সভায় প্রস্তাব উপস্থাপনা করবেন।

৩. প্রয়োজন অনুযায়ী সংবাদ সম্মেলন ও গোলটেবিল আলোচনার ব্যবস্থা করবেন।

৪. বিভিন্ন অনুষ্ঠানকালীন সংগঠনের কার্যক্রমকে যথাসময়ে প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং সঠিকভাবে তা সম্পন্ন হচ্ছে কিনা পর্যবেক্ষন করা।

৫. তাঁর অধীনে বিভিন্ন সামাজিক গণমাধ্যমে/সোসাল মিডিয়ায় সংগঠনের প্রচারণার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে।

৬. তিনি সংগঠনের বিভিন্ন খবর, বিজ্ঞপ্তি, বুলেটিন পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সহ-প্রচার সম্পাদক

১. প্রচার সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করাই সহ-প্রচার সম্পাদকের কাজ।

২. প্রচার সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর পক্ষে দায়িত্ব পালন করবেন।

অর্থ সম্পাদক

১. তিনি সংগঠনের আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ ও সংগৃহীত অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

২. সংগঠনের সদস্যদের নিকট থেকে বাৎসরিক চাঁদা সংগ্রহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ হতে অনুদান গ্রহণ তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত থাকবে।

৩. তিনি সংগঠনের অর্থের ভবিষ্যৎ উৎস চিহ্নিত করে তা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করবেন।

৪. বার্ষিক অর্থনৈতিক রিপোর্ট ও বাজেট প্রণয়ন করবেন এবং তা অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সভায় পেশ করবেন।

৫. সংগঠনের সকল প্রকার আর্থিক বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবেন।

৬. সংগঠনের তহবিল বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবেন।

৭. সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে অর্থ সম্পাদক দায়ী থাকবেন।

সহ-অর্থ সম্পাদক

১. অর্থ সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন।

২. অর্থ সম্পাদকের অনুপস্থিতে তাঁর পক্ষে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক

১. তিনি সংগঠনের প্রকাশনার প্রধান দায়িত্বে থাকবেন।

২. প্রকাশনার ডিজাইন, তথ্য সংগ্রহ, প্রুফ দেখার কাজে প্রচার সম্পাদককের সহযোগিতা নিবেন ।

৩. সংগঠনের প্রকাশনার প্রধান দায়িত্ব তার নিকট ন্যস্ত থাকবে।

দপ্তর সম্পাদক

১. সংগঠনের সকল তথ্য, রিপোর্ট, চিঠিপত্র, দপ্তর ও সংস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।

২. আহ্বানকৃত সকল সভার নোটিশ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুমতি স্বাপেক্ষে সকল সদস্যকে অবহিত করবেন।

৩. সংগঠনের বিভিন্ন সভা/অনুষ্ঠানে আগত ব্যক্তি/অতিথিদের বক্তব্য/মতামত লিপিবদ্ধ করে প্রেস রিলিজ আকারে তা প্রকাশ করবেন।

৪. সংগঠনের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিজ দায়িত্বে সংরক্ষন করবেন।

সমাজ কল্যান সম্পাদক

১. জন সংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানুষের সাথে পরিচয়ের পরিধি ও পরিসর প্রসারিত করবেন।

২. সমাজের নানা অসঙ্গতি সংগঠনের সভায় তুলে ধরবেন।

৩. সমাজের জন্য কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণে কার্যনির্বাহী পরিষদকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন।

৪. দুস্থ ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সহ-সমাজ কল্যান সম্পাদক

১. তিনি সমাজ কল্যাণ সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন।

২. সমাজ কল্যাণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর পক্ষে দায়িত্ব পালন করবেন।

শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক

১. শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন কাজ পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকবে।

২. শিক্ষার প্রচার প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

সহ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক

১. তিনি শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন।

২. শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর পক্ষে দায়িত্ব পালন করবেন।

ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক

১. তিনি সংগঠনের ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

২. ক্রীড়ার উন্নয়নকল্পে যে কোনো পরামর্শ সভায় পেশ করবেন।

সহ-ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক

১. তিনি ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন।

২. ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর পক্ষে দায়িত্ব পালন করবেন।

ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

১. মানুষের মধ্যে মানবিক মুল্যবোধ সৃষ্টিতে ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

২. ধর্মীয় সংহতি বজায় রাখতে যেকোনো পরামর্শ সভায় পেশ করবেন।

সহ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

১. তিনি ধর্ম বিষয়ক সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করবেন।

২. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর পক্ষে দায়িত্ব পালন করবেন।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক

১. তিনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

২. বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও জাতীয় দিবস উদযাপনের উদ্যোগ নেবেন।

৩. বাংলাদেশের সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশের কার্যকরী পদক্ষেপ নেবেন।

৪. তিনি মূলত ম্যাগাজিন, লিফলেট, প্যাড ইত্যাদি প্রকাশ এবং গ্রন্থনার দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে করণীয় বিষয়বলী পরামর্শ সহকারে সভায় তুলে ধরবেন।

আইন বিষয়ক সম্পাদক

১. তিনি সংগঠনের আইন বিভাগ পরিচালনা করবেন।

২. সংগঠনের সদস্যগণ কর্তৃক সংগঠনের গঠনতন্ত্রের বিধান যথাযথ পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন।

৩. কোনো আইন সংক্রান্ত নোটিশ প্রাপ্ত হলে তা অনতিবিলম্বে সভাপতিকে অবহিত করবেন।

মহিলা বিষয়ক সম্পাদক

১. দুস্থ, নিরক্ষর, অসহায়, অসুস্থ, বৃদ্ধা, নির্যাতিত মহিলাদের সংগঠিত করবেন এবং তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা করতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে পরিষদকে অবহিত করবেন।

২. কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মহিলা বিষয়ক গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক

১. স্বাস্থ্যকর সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী পরিচালনা করবেন।

২. দেশে সংগঠিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে পরিষদকে অবগত করবেন ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩. শিশুদের টিকাদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক

১. হাটহাজারী সমিতির বিভিন্ন বৈদেশিক সংগঠনের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ওযোগাযোগ বজায় রাখবেন।

২. দেশ বিদেশে যে কোনো কর্মকাণ্ডে সমিতির স্বার্থে ভূমিকা রাখবেন।

পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক

১. বই পাঠে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজের শিশু কিশোরদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

২. শিশু কিশোরদের জন্য উপযোগী বই সম্বলিত পাঠাগার চালু করবেন।

তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক

১. তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সেমিনার, সিম্পজিয়াম আয়োজন, সমিতির সদস্যদের জন্য বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির সর্বসাম্প্রতিক বিষয়াবলীর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন।

২. সমিতির সদস্যদের মধ্যে ‘কম্পিউটার লিটারেসি’ বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পাদকঃ

১. নিরাপত্তা যুগোপযোগী ও জোরদার করণে নীতিনির্ধারণী বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

২. নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা সমিতির দৃষ্টিগোচরে আনা।

নির্বাহী সদস্য

১. সাংগঠনিক যে কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

২. কার্যনির্বাহী কমিটির সকল কাজে অংশগ্রহন ও সহযোগিতা করা সদস্যদের মূল কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে।

৩. বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচী পালনের ক্ষেত্রে সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহন করবেন ও অর্জিত দায়িত্ব পালন করবেন।

আঞ্চলিক পরিষদ ঃ

১. সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠন একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। সংগঠনের কর্মকাণ্ড সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতকে আটটি জোনে ভাগ করা হয়েছে, যথাক্রমেঃ আবুধাবি, দুবাই, শারজাহ, আজমান, উম্মুলখয়েম, রাস আল কাইমাহ, আল আইন ও ফুজিরাহ। প্রত্যেক জোনে সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, একজন সহ-সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, দুই জন সদস্যের সমন্বয়ে মোট ৭ জন কার্যনির্বাহী সদস্য, দুই বৎসর এর মেয়াদে আঞ্চলিক কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে। নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে আঞ্চলিক কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হবে।

২. নির্বাহী পরিষদের সভায় তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য কোনো সুনির্দিষ্ট কারণে আঞ্চলিক পরিষদ বিলুপ্তি করতে পারবেন।

৩. আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক তাঁরা কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৪. দেশে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য হাটহাজারীর প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভা থেকে শিক্ষিত, দক্ষ ব্যক্তির সমন্বয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে। যা কার্যনির্বাহী ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হবে। উক্ত কমিটি র্কাযনিবাহী পরিষদের নির্দেশনায় শুধুমাত্র সহযোগিতা করে যাবেন।

আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্বঃ

সভাপতি

১. তিনি আঞ্চলিক পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

২. কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমতিক্রমে আঞ্চলিক কমিটির সভা আহ্বান করতে পারবেন।

৩. সদস্যদের বাৎসরিক চাঁদা সংগ্রহে কার্যনির্বাহী পরিষদের অর্থ সম্পাদককে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

৪. সকল সদস্যের সাথে যোগাযোগ করে সংগঠনকে শক্তিশালী করবেন ও আঞ্চলিক সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সাধারণ সম্পাদককে যথাযথ পরামর্শ দেবেন।

সহ-সভাপতি

১. সভাপতির বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে তাঁকে সহযোগিতা করবেন।

২. সভাপতির অনুপস্থিতে তাঁর পক্ষে দায়িত্ব পালন করবেন।

সাধারণ সম্পাদক

১. কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অনুমতিক্রমে আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকবে।

২. আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি, সাংগঠনিক সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমতিক্রমে অনূর্ধ ৩ মাস অন্তর আঞ্চলিক সভা আহবান করবেন।

৩. প্রত্যেক সদস্যকে সংগঠনের নিবেদিত কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদক

১. সাধারণ সম্পাদককে তাঁর দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করবেন।

২. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতে তাঁর পক্ষে দায়িত্ব পালন করবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক

১. আঞ্চলিক পর্যায়ে (স্টেট) কতজন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে তাঁদের সু-সংগঠিত করবেন।

২. সংগঠনকে তৃণমূল থেকে সংগঠিতকরণে কার্যপ্রনালী নির্ধারণ করে সমন্বিতভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. সদস্য সংগ্রহ সহ আঞ্চলিক দায়িত্ব পালনে যথাযথ ভূমিকা রাখবেন।

নির্বাহী সদস্য

১. সংগঠনকর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

২. কার্যনির্বাহী কমিটির সকল কাজে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করবেন।

৩. বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপনের ক্ষেত্রে সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা: ১৩- নির্বাচনঃ

১. কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ২ বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই কার্যকরী কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করতে হবে এবং অধুনালুপ্ত কমিটির নেতৃবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে ৯ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে। যদি আহ্বায়ক কমিটি নির্বাচনে মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে উপস্থিত কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের ভোটাভোটির মাধ্যমে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে।

২. আহ্বায়ক কমিটির কোন নেতৃবৃন্দ কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেনা।

৩. সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে আহ্বায়ক কমিটিকে অবশ্যই নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

৪. শুধুমাত্র কার্যকরী পরিষদের নেতৃবৃন্দই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

৫. শুধুমাত্র কার্যকরী পরিষদের নেতৃবৃন্দই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

৬. সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক মেয়াদের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

৭. আহ্বায়ক কমিটি নব-নির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় সমিতির আর্থিকসহ যাবতীয় হিসাব-নিকাশ নব-নির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দের নিকট হস্তান্তর করবেন।

৮. নব-নির্বাচিত কমিটি ১ মাসের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবেন। কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন কমিশনকে সর্বদা সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবেন।

ধারা: ১৫- গঠনতন্ত্রের সংশোধন ঃ

বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবার তিন মাস পূর্বে সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্যগণের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব কার্যনির্বাহী সভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হবে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে এবং অনুমোদিত হলে তা কার্যকরী হবে।

ধারা: ১৬– মামলা মোকাদ্দমাঃ

সমিতি সংশ্লিষ্ট কারনে কোনো নির্বাহী সদস্য মামলার সম্মুখীন হলে, ঐ মামলার সমস্ত ব্যয়ভার সমিতি বহন করবে।

ধারা: ১৭- সদস্যের শারীরিক অক্ষমতা ও মৃত্যুকালীন করণীয় ঃ

১. সমিতির কোনো বৈধ সাধারণ সদস্য প্রবাসে মৃত্যুবরণ করলে, সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহীগণ পরিবার/নিকটতম আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগপূর্বক মৃত ব্যক্তির লাশ সরকারী সহযোগীতায় সমিতির নিজস্ব খরচে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। পরিবারের আর্থিক দৈন্যের কথা বিবেচনা করে নির্বাহী কমিটির সভা ডেকে সমিতির নিকট তাঁর প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি তাঁর ঘোষিত নমিনীর নিকট এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

২. কোনো সদস্য সমিতির নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ ও সমিতির সাথে সম্পৃক্ত থাকা অবস্থায় অসুস্থ/ দূর্ঘটনার ফলে কর্মক্ষমতা হারিয়ে শারীরিকভাবে পঙ্গু/অক্ষম হয়ে গেলে, কার্যনির্বাহী কমিটি তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে সভা আহ্বান করবেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর যাবতীয় পাওনা ও আর্থিক অনুদান তাঁর ঘোষিত নমিনীর সাথে যোগাযোগপূর্বক যথাসময়ে পরিশোধ করবেন।

ধারা: ১৮- ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ঃ

সমিতির সকল প্রকার লেনদেন পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে যে কোনো তফসীলি ব্যাংকে সমিতির নামে একটি সঞ্চয়ী যৌথ একাউন্ট খুলতে হবে এবং সভাপতি/সাধারণ সম্পদকের (যে কোনো একজনের) যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হবে। তবে বিশেষক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনে উপযুক্ত তিনজনের যৌথ স্বাক্ষরে ও ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা যাবে।

ধারা: ১৯- হাটহাজারীর স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদানঃ

হাটহাজারী উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা সম্মানিত কোনো মন্ত্রী, এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, স্থানীয় পরিষদ চেয়ারম্যান ও স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ সংযুক্ত আরব আমিরাত আগমন করলে তাঁকে বা তাঁদের সমিতির পক্ষ থেকে নির্বাহী কমিটিতে আলোচনাসাপেক্ষে সংবর্ধনা জ্ঞাপন এর আয়োজন করা যেতে পারে। তবে অনুরূপ অনুষ্ঠানের ব্যানারে হাটহাজারীর কৃতী সন্তান হিসেবে তাঁর বা তাঁদের সরকারী পদের উল্লেখ থাকতে পারে তবে রাজনৈতিক পদ উল্লেখ করা যাবে না।

ধারা: ২০-বাৎসরিক হিসাব নিরীক্ষা বা অডিট ঃ

প্রতি বৎসর জুন/জুলাই মাসের মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটির ৫ সদস্য বিশিষ্ট হিসাব নিরিক্ষা সংক্রান্ত কমিটি গঠন করে আর্থিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন। উক্ত হিসাব নিরিক্ষকগণ অর্থ সম্পাদক থেকে আয়-ব্যয়ের হিসাব গ্রহণ করবেন। অর্থ সম্পাদক তাঁদেরকে আয়-ব্যয়ের সকল অনুলিপি তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী দেখাতে বাধ্য থাকবেন। সকল দলিলাদি যাচাই-বাছাই করে নিরিক্ষা বা অডিট কমিটি তাঁদের পর্যবেক্ষণ কার্যকরী কমিটির সভায় উত্থাপন করবেন। উল্লেখ্য যে, পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারবেন।

ধারা:২১-তদন্ত কমিটি গঠন ঃ

সমিতির মধ্যে কোন অনাকাঙিক্ষত ঘটনার উদ্ভব হলে সুষ্ঠু অনুসন্ধানের লক্ষ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য কার্যকরী কমিটি থেকে একজনকে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকরী কমিটির নিকট তাদের প্রতিবেদন জমা দিবেন। তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যদি দপ্তরের মূল দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি অভিযুক্ত হন তাহলে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ঐ দপ্তরের সহকারী পদে থাকা ব্যক্তিদের নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত প্রতিবেদন নির্বাহী কমিটিতে পেশ করবেন। রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে নিবার্হী কমিটি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সমিতির ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

ধারা- ২২–নির্বাহী কমিটির আচরণ বিধিঃ

১. নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তার সদস্যপদ পরিচালিত করতে হবে।

২. সকল সদস্য পরস্পর সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবেন । যদি কোনো বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয় তাহলে পরস্পর অসৌজন্যমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকবেন। যদি কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অসংযত আচরণের অভিযোগ পাওয়া যায়, তাহলে সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হবে। অভিযুক্ত সদস্য নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগের উত্তর দিতে বাধ্য থাকবেন। কারণ দর্শানো নোটিশের উত্তর পাওয়ার পর নির্বাহী কমিটি সভা আহ্বান করবেন। যদি কারণ দর্শানো নোটিশের উত্তর পাওয়া না যায় তাহলে নির্বাহী কমিটি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অভিযুক্তকে সাময়িক বা আজীবন নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে।

৩. সমিতির সভা চলাকালীন কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যকে ভদ্রতা বজায় রেখে সাংগঠনিক নিয়মে রুচিশীল সংযত ভাষায় তাঁদের নিজ মতামত ব্যক্ত করতে হবে। কোনো ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এরকম আক্রমনাত্মক বক্তব্য বা ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে কোনো অশালীন বক্তব্য দেওয়া যাবে না।

৪. নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য অন্যের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকলে বা কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে সভা শেষে বসে আলোচনার মাধ্যমে তা নিরসন করতে হবে। পক্ষান্তরে সমাধানের পথে না এসে অনুষ্ঠান বা সভা বর্জন করলে বা অনুষ্ঠান পণ্ড/ত্যাগের জন্য কাউকে হুমকি বা প্ররোচিত করলে নির্বাহী কমিটি সভা অনুষ্ঠান বর্জনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাঁর/তাঁদের সদস্য পদ স্থগিত বা আজীবন নিষিদ্ধ ঘোষনা করতে পারবে।

৫. নিবার্হী কমিটির সদস্যদের জন্য প্রতিটি কার্যদিবসে উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। দেশে অবস্থান ব্যতিত পরপর দুই সভায় অনুপস্থিত থাকলে কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করা হবে। নোটিশ পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে যথাযথ উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে নির্বাহী কমিটি সভা ডেকে তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

৬. নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য তাঁর পছন্দনীয় রাজনৈতিক মতাদর্শকে সমিতির সাথে সম্পৃক্ত করতে চাইলে, তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে তার সদস্য পদ স্থগিত বা আজীবন নিষিদ্ধ বা অর্থ দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

৭. যেহেতু হাটহাজারী সমিতি সংযুক্ত আরব আমিরাত সংগঠনটি একটি ভিন্ন রাষ্ট্রে পরিচালিত হবে। সেহেতু নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যদের অবশ্যই সংযুক্ত আরব আমিরাত এর রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। আরব আমিরাতের আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে কারো সম্পৃক্ততা থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

৮. কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সমিতি সংশ্লিষ্ট আর্থিক দূর্নীতি ও অসাধু কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে, তদন্ত সাপেক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে সংযুক্ত আরব আমিরাত আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হবে। এক্ষেত্রে কোনো প্রতিনিধি বাংলাদেশে পালিয়ে গেলে, তাঁর বিরুদ্ধে দেশের আইন অনুযায়ী সমিতির পক্ষ থেকে আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। দেশে কোনো ধরনের আর্থিক অনিয়ম/অসাধু কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার প্রমান পাওয়া গেলে তাঁর বিরুদ্ধে দেশের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯. সমিতির কোনো সদস্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইন-কানুন নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরোধী কোনো কাজ করলে সমিতি এর কোনো দায়িত্ব নিবে না।

<u>ধারা-২৩–অন্যান্য কার্যক্রমঃ</u>

হাটহাজারী সমিতির বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপঃ

১. সমিতির কোনো সদস্য বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সংস্থার নির্বাহী পরিষদ সহ সকলে একতাবদ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে।

২. সমিতির সকল সদস্য সংগঠনের উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

৩. সমিতির নির্বাহী পরিষদ সহ সকল সদস্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন।

৪. সমিতির কোনো সদস্যের অভিযোগ ও ক্ষোভ থাকলে পরামর্শের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে যোগাযোগ করবেন।

৫. সমিতির সদস্যদের মধ্যে এমন কোনো অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চলতে দেয়া যাবে না, যা সংস্থার কার্যক্রমে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

৬. সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ থেকে জনগণকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এই লক্ষ্যে ধর্মীয় সভা, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. যে কোনো সেবামূলক কাজে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা এবং জনগনকে সেবামূলক কাজে সহযোগিতা করতে হবে। যেমন- খাদ্য দ্রব্যকে ভেজালমুক্ত রাখা ও কৃষকদেরকে রাসায়নিক সার প্রয়োগ ব্যতিত ফসল উৎপাদনের ব্যাপারে পরামর্শ দান করা।

৮. সরকারের উন্নয়নমূলক সংস্থা সমূহের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করা। গণ-শিক্ষা গ্রহণে বয়স্কদের উদ্বুদ্ধ করা। উন্নত প্রযুক্তির কৃষি, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, হস্ত ও কুঁটির শিল্প স্থাপন এবং বৃক্ষরোপণ সহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে গ্রামবাসীর মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকরণ। জনকল্যানমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সভা ও সেমিনার আয়োজন করা। পরিবার পরিকল্পনার মাঠকর্মীদের সাথে সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনগনকে সচেতন করা।

৯. দেশে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, মহামারী, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য সামগ্রী নিয়ে দুঃস্থ ও ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে দাঁড়ানো, শীতবস্ত্র সহ প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী বিতরণে সহায়ক তহবিল বৃদ্ধি করা।

ধারা: ২৪-অনুষ্ঠানাদি ঃ

হাটহাজারী সমিতি কর্তৃক বাৎসরিক বনভোজন, বার্ষিক পুণর্মিলনী, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সরকার ঘোষিত বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করা। পারস্পরিক পরিচিতি, সৌহার্দ্যবোধ, বন্ধন এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি অনুষ্ঠানাদির মূল লক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে। সমিতির তহবিল শক্তিশালী হলে প্রতি বছর হাটহাজারী সদরে বিভিন্ন স্কুলের মানসম্মত ফলাফল অর্জনকারী মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হবে। বছরে একবার নির্দিষ্ট সময়ে নিবার্হী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠান আয়োজনে আগ্রহী সমিতির সংশিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিবার্হী কমিটির মতামতের ভিত্তিতে সকল অনুষ্ঠান/ কর্মকাণ্ড দেশে/ বিদেশে অভিন্ন সময়ে আয়োজন করবেন।

ধারা: ২৫-সদস্যের অধিকার ও পরিচয় ঃ

১. সমিতির নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি সাধারণ সদস্যের অভিন্ন অধিকার থাকবে। কোন সদস্য বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হলে সভাপতি/ সম্পাদক বরাবর আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্রের সাথে সদস্য কার্ডের কপি সংযুক্ত করতে হবে।

২. কোনো সদস্য অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন না। প্রত্যেক সদস্য নিজের আইডি কার্ডের দাবিদার এবং সমিতি থেকে অব্যাহতি/সমস্যায় পড়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে চলে যেতে চাইলে আইডি কার্ডের পরিচয় তাহার প্রাপ্য পরিশোধ করা হবে।

৩. সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি ঃ স্বেচ্ছায় কোনো সদস্য সমিতি থেকে অব্যাহতি নিতে চাইলে তাকে অবশ্যই সমিতির চাঁদা পরিশোধের প্রমাণ দেখাতে হবে । সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বরাবরে লিখিতভাবে আবেদন সাপেক্ষে নিবার্হী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৩০ দিনের মধ্যে তাঁর বৈধ প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে।

৪. সদস্যদের প্রাপ্য হিসাবের ক্ষেত্রে ঃ সদস্যদের পরিশোধিত অর্থের মধ্যে সদস্য ফরম বাবদ ৫১ দিরহাম এবং কল্যান তহবিল বাবদ ২০ দিরহাম পরিশোধিত অর্থ সদস্যরা কখনোই দাবি করতে পারবেন না। অফেরৎকৃত অর্থ নিবার্হী কমিটি সবার মতামতের ভিত্তিতে সমিতি সংশ্লিষ্ট যেই কোনো জনকল্যানমূলক কাজে খরচ করতে পারবেন। এই বিষয়ে প্রত্যেক সদস্যকে প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্মরণ রাখা বাঞ্চনীয়।

৫. সদস্যদের থেকে সংগৃহীত কল্যান তহবিলঃ বাৎসরিক ১২০ দিরহাম চাঁদার মধ্যে ২০ দিরহাম চ্যারিটি/কল্যাণ তহবিলে জমা থাকবে। যা কোনো সদস্য দাবি করতে পারবেন না। জমাকৃত অর্থ নিবার্হী কমিটি সদস্যদের নিজস্ব কল্যাণে /মানবতার সেবায় ব্যয় করতে পারবেন।

ধারা: ২৬-কারণ দর্শাও নোটিশ ঃ

কোনো সদস্য ও কার্যকরী কমিটির নেতৃবৃন্দ সমিতির শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে তদন্ত সাপেক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে কারণদর্শাও নোটিশ জারি করা হবে। নোটিশ পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে তাঁকে অবশ্যই সমিতির নিবার্হী কমিটির সভাপতি/সম্পাদকের বরাবরে যথাযথ লিখিত উত্তর দিতে হবে। অপরাধের ধরণ অনুযায়ী কার্যনিবার্হী কমিটি নোটিশের উত্তর পাওয়ার পর উক্ত সদস্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন।

ধারা: ২৭-মুলতবী সভা ঃ

অনিবার্য কারণবশত কোনো সভা মুলতবি ঘোষণা করা হলে, পরবর্তী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তা পুনরায় আহ্বান করতে হবে। মুলতবি সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

ধারা: ২৮-তলবী সভা ঃ

কার্যনির্বাহী কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অথবা দুই-তৃতীয়াংশ সাধারণ সদস্যের লিখিতভাবে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তলবী সভা আহ্বান করা যাবে। তলবী সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যাবে।

ধারা: ২৯-অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

নিবার্হী কমিটির যেই কোন সদস্যের কর্মকাণ্ড/গতিবিধি বিবেচনায় এনে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা যাবে। নির্বাহী কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে সভাপতি বরাবরে প্রস্তাব পেশ করবেন।

সভাপতি উক্ত প্রস্তাব পাওয়ার ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে জরুরী বর্ধিত সভা আহবান করবেন। সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে যেই কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

<u>ধারা-৩০-আর্থিক সহায়তা প্রদানে নীতিমালা ঃ</u>

১. সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থানরত হাটহাজারী প্রবাসী কোনো অস্বচ্ছ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার মৃতদেহ দেশে প্রেরণ করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগীতা করবে।
২. হাটহাজারী সমিতির কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তার মৃতদেহ দেশে পাঠানোর ভার বহন করবে। পাশাপাশি সমিতির সদস্যের পরিবারকে এক লক্ষ (১ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে।
৩. হাটহাজারী সমিতির কোনো সদস্য জটিল রোগে আক্রান্ত হলে বা কোনো দূর্ঘটনায় পতিত হইলে সদস্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাটহাজারী সমিতি থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।
৪. প্রত্যেকটি ইউনিয়নে বছরে একবার অনুদান প্রদান করা হবে।
৫. সমিতির কোনো সদস্য দেশে চলে গেলে সর্বোচ্চ সম্মাননা প্রদান করা হবে।

<u>ধারা: ৩১- সাহায্যের জন্য আবেদনের প্রক্রিয়া ঃ</u>

১. কার্যকরী কমিটি বরাবর লিখিত আকারে আবেদন পেশ করতে হবে।
২. কার্যকরী কমিটি আবেদন গ্রহণ করিলে, সাধারণ সম্পাদক ইহা কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দকে অবহিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।
৩. আবেদনকারীকে কার্যকরী কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ বরাবর সাহায্যের আবেদন করতে হবে। কোনো আবেদন আসলে তা অব্যশই কার্যকরী কমিটি নিকট পেশ করতে হবে। হাটহাজারী সমিতির কোনো ব্যক্তি এককভাবে কোনো আবেদন বাস্তবায়নের নিমিত্তে সুপারিশ করতে পারবেন না।
৪. সর্বোচ্চ অনুদানদাতাকে বাৎসরিক সম্মাননা প্রদান করা হবে।

<u>ধারা-৩২- প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঃ</u>

তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে গ্রহনযোগ্য কোনো সুনির্দিষ্ট কারণে মোট সদস্য সংখ্যার ৪/৫ (চার-পঞ্চামাংশ) সদস্য প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি চাইলে, যথাযথ নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে তা নির্বাহী কমিটির বরাবরে লিখিতভাবে পেশ করতে হবে। নির্বাহী কমিটি জরুরী সভার আহ্বান করে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং উপদেষ্টা মণ্ডলীর সাথে পরামর্শক্রমে বিলুপ্তি ঘোষণা করবে। এমতাবস্থায় নির্বাহী কমিটি প্রতিষ্ঠানের সকল স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সেটাই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

<u>বিঃ দ্রঃ</u> এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত হয়নি এমন সমিতি সংশ্লিষ্ট যে সকল বিষয় ভবিষ্যতে উপস্থাপিত হবে নির্বাহী কমিটি সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক সমিতির স্বার্থ রক্ষার্থে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, তাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। সমিতি সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো অভিযোগ, পরামর্শ বা মতামত থাকলে তা সমিতি বরাবর সুনির্দিষ্টভাবে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় অবহিত করা যাবে।

Hathazarishamitiu.a.e@gmail.com

www.hathazarisamityunitedarabemirates.ae

www.hathazarisamityunitedarabemirates.ae